



Shyamacharan Lahiri and His wife Kasimoni Debi

শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহড়ী --- কাশীমণি দেবী

শ্যামাচরণের বিবাহের দীর্ঘকাল পর এই ভাড়া বাড়তিহে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রার দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তনিকড়ি লাহড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। কাশীমণি দেবী অত্যন্ত শান্ত, দয়ালবতী ও সুগৃহিণী ছিলেন। স্বামীর প্রচণ্ড অর্থকষ্টের সময়ও তিনি পরম ধৈর্য সহকারে সবদিক সামলাইয়া চলতেন। তাঁহার সুবিশিষ্ট ও ব্যবস্থার গুণে পতরি সামান্য উপার্জন হইতে সঞ্চার করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গরুড়েশ্বরকে একটি বসতবাটিক্রয় করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগলেন। এইখানে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার দিনে তাঁহার কনষ্টি পুত্র দুকড়ি লাহড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। এই বাড়তিহে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বড় কন্যা হরমিতি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মধ্যমা কন্যা হরকামিনী ও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টি কন্যা হরমিহিনীর জন্ম হয়। শ্যামাচরণ এইখানেই সমগ্র জীবন অতিবাহতি করিয়াছিলেন। কাশীমণি দেবী কখনও অলসভাবে সময় কাটাইতেন না। প্রাতঃকালে সর্বপ্রথম আগত ভিক্ষুককে স্বহস্তে ভিক্ষা দতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে ভিখারী আসে না, তাই কোন দিন ভিখারী আসতি বন্ধ হইলে তাঁহার দুশ্চিন্তার সীমা থাকতি না। স্বামীর অল্প আয়, থাকায় সমস্ত গৃহকার্য্য স্বহস্তে করতেন। অতিথি ও আগন্তুক প্রায়ই আসতি। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, সকলকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইতেন। তখনকার দিনে স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রবাদ ছিল যে সব

স্ত্রীলোক লখোপড়া শেখে তাহারা পরবর্তী জীবনে গণিকা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাই কাশীমণি দেবী লখোপড়ায় বন্দি ছিলেন। কিন্তু শ্যামাচরণ নজি লখোপড়া পছন্দ করতেন। তাই তিনি গভীর রাত্রে নজি স্ত্রীকে কিছু কিছু লখোপড়া শিখাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যায়, কাশীমণি দেবী ধর্মগ্রন্থ সমূহ নজিই পাঠ করতেন। এই পুণ্যবতী নারী স্বামীর প্রদর্শিত যোগপথে সাধনা করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাধনার এক উচ্চ অবস্থায় পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কাশীমণি দেবী প্রায় ৯৪ বৎসর বয়সে ১৩৩৭ সালের ১১ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯৩০, সন্ধ্যানে কাশীলাভ করেন।

